দৈনিক জনতা

134

তারিখ 23 JUL 1991

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ক্যাম্পাসে গোলাগুলি ঃ ভিসির অফিস ভাংচুর ও বাসায় হামলা

সন্ত্রাস রুখে দিয়েছে ডাকসু নির্বাচন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সন্ত্রাস ডাকসু নির্বাচন রুখে দিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে গোলাগুলি, ভিসির অফিস ভাঙচুর এবং ভিসির বাসায় হামলার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ডাকসু নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করেছেন। ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এই সন্ত্রাসের জন্যে ছাত্রলীগকে (শা-অ) দায়ী করেছে।

কিছুদিন ধরে অস্ত্রধারীরা মহড়া দেখানোর পর গতকাল সন্ধ্যায় টিএসসিতে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে গুলিবর্ষণ এবং ভিসির অফিস ভাঙচুর ও ভিসির বাসায় হামলা চালিয়ে ক্যাম্পাসে আতংক সৃষ্টি করে। কর্তৃপক্ষ জানান, 'ক্যাম্পাস পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে— এই আশংকায় নির্বাচন বন্ধ করা ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না।'

উল্লেখ্য, উপর্যুপরি তিনবার ডাকসু নির্বাচন পিছিয়ে আগামী ৫ আগস্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্য হয়েছিল।

গতকাল সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় একদল ছাত্র ভিসির অফিসে হামলা চালায়।

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

সন্ত্রাস ডাকসু নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা ভিসি ও প্রো-ভিসির অফিস কক্ষের জানালা ভাঙচুর করে এবং ডাকসু নির্বাচন কমিশনের ১০৫ এবং ১১০ নম্বর কক্ষ দুটোতে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগের (শা-অ) অন্যতম নেতা আতাউর রহমান, জাকির হোসেন এবং সুকুমার রায় শাওন। তারা বলেন, বারবার পরীক্ষা পিছিয়ে তাদের শিক্ষা জীবন ধ্বংস করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পেছানোর যে অভ্যাস গড়ে তুলেছেন তার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে তারা ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানান।

এরপর তারা মিছিল করে টিএসসিতে যায়। সেখানে একটি পুলিশের গাড়ি মিছিলের কাছাকাছি এলে তারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল বিনিময় শুরু হয়। এসময় হঠাৎ করেই মিছিলকারীদের পক্ষ থেকে পুলিশের প্রতি দুটি ককটেল ছোঁড়া হয়। অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করতে শুরু করে। সাথে সাথে পুলিশের ভ্যানটি দূরে সরে যায়। সেখানে উপস্থিত শত শত ছাত্র-ছাত্রী প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছুটে পালায়। মুহূর্তের মধ্যে কলকাকলিতে মুখরিত টিএসসি এলাকা ফাঁকা হয়ে যায়। এসময় সেখানের দৃশ্য ছিল এরকম ঃ অস্ত্রধারীরা অস্ত্র উঁচিয়ে টিএসসির পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় ঘুরছে। মাঝে মাঝে গুলি করছে। প্রাণভয়ে শত শত ছাত্র-ছাত্রী টিএসসির ভেতরে এবং লাইব্রেরি এলাকায় নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। কিছু ছাত্র লাইব্রেরির সামনের প্রবেশ পথে, কিছু ছাত্র দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয়। রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। বাইরে অবস্থানকারী ছাত্রীরা উৎকণ্ঠায় অবসন্ন হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে অস্ত্রধারীরা গুলি বন্ধ করে। গুলিতে কেউ হতাহত হয়নি। গোলাগুলি থেমে গেলে ছাত্রলীগের (শা-অ) নেতৃত্বে একটি মিছিল ভিসির বাসায় উপস্থিত হয়। তাঁর বাসার প্রবেশ পথ ছিল বন্ধ। ক্ষুব্ধ মিছিলকারীরা বন্ধ দরজায় উপর্যুপরি লাথি মারে। কেউ কেউ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এরপর তারা 'দালাল ভিসির আস্তানা ভেঙ্গে দাও জ্বালিয়ে দাও' স্লোগান দিয়ে আবার টিএসসিতে আসে। এসময় ভিসির বাসার সামনে পুলিশ উপস্থিত হয়ে মাইকযোগে ডাকসু নির্বাচন বন্ধের কর্তৃপক্ষীয় ঘোষণাটি প্রচার করতে থাকে।

এদিকে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (না-শ), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট তাৎক্ষণিকভাবে টিএসসিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে পৃথক পৃথক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ (না-শ) নেতা রোকনুজ্জামান, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা সাজ্জাদ জহির চন্দন এবং ছাত্রফ্রন্টের নেতা নাঈমুদ্দিন খান।

তারা এই সন্ত্রাসের জন্যে ছাত্রলীগকে (শা-অ) দায়ী করেন। তারা বলেন, ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সন্ত্রাসকারীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

সূত্র জানান, ক্যাম্পাসে গোলাগুলিকে কেন্দ্র করে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোনো মুহূর্তে সংঘর্ষ বাধতে পারে।